ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২২ উদযাপন
চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ

6 09
চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ
CHATTOGRAM CANTONMENT PUBLIC COLLEGE
ESTD-1961

অনুষ্ঠান উপস্থাপনায়

মোসাম্মৎ সুরাইয়া আশফাক খানম

দশম শ্রেণি

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত

আহনাফ জারিফ

৭ম শ্রেণি

বক্তব্য প্রদান

মিসেস হোসনে শামীম

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

প্রতিযোগিতার ফলাফল

ছড়া পাঠ

গ্রুপ-ক (১ম-৩য় শ্রেণি)

প্রাপ্ত স্থান	নাম	শ্রেণি ও শাখা
প্রথম	আনুশাহ শেহরীন ইসলাম	৩য়-ঘ
দ্বিতীয়	মৃত্তিকা শৈলী হালদার	৩য়-ক
দ্বিতীয়	ফাতিমা বিনতে আশফাক	৩য়-ঘ
তৃতীয়	মান্যতা তালুকদার	৩য়-খ

চিত্রাঙ্কন

গ্রুপ-খ (৪র্থ-৬ষ্ঠ শ্রেণি)

প্রাপ্ত স্থান	নাম	শ্রেণি ও শাখা
প্রথম	আফসারা মেহজাবিন	৬ষ্ঠ-ঘ
দ্বিতীয়	সবিশেষ নাথ	৬ষ্ঠ-ক
তৃতীয়	রিজুয়ানুল বারী রাজিন	৬ষ্ঠ-খ

কবিতা আবৃত্তি

গ্রুপ-গ (৭ম-১০ম শ্রেণি)

প্রাপ্ত স্থান	নাম	শ্রেণি ও শাখা
প্রথম	প্রিয়ন্তী পাল	১০ম-বিজ্ঞান
দ্বিতীয়	তাসমিয়া তাহসিন	৯ম-বিজ্ঞান
তৃতীয়	মিসবাহ উদ্দিন ইনান	৯ম-বিজ্ঞান

নান্দনিক হস্তাক্ষর

গ্রুপ-ঘ (১১শ-১২শ শ্রেণি)

প্রাপ্ত স্থান	নাম	শ্রেণি ও শাখা
প্রথম	জুয়াইরিয়া মিহিতা	দ্বাদশ-বিজ্ঞান
দ্বিতীয়	সাজনিন হোসেন তুনাজ	দ্বাদশ-বিজ্ঞান
তৃতীয়	জান্নাতুল ইসরাত	দ্বাদশ-বিজ্ঞান

জুয়াইরিয়া মিথিলা
দ্বাদশ বিজ্ঞান-গ
রোল নং ৫২৫

"বাঙালির বঙ্গবন্ধু"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান - নামটি সেই ছোটবেলা থেকেই মা-বাবার কাছ থেকে শুনে আসছি। বড় হতে হতে বুঝতে পারলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয়, একটি সংগ্রামের প্রতীক। পরাধীন জাতিকে তিনি স্বাধীনতার সুখ লাভ করিয়েছেন, তিনি পৃথিবীতে এঁকেছেন নতুন সীমারেখার মানচিত্র, আকাশে উড়িয়েছিলেন লাল-সবুজের নতুন পতাকা, পরিবারের আদরের সেই 'খোকা', গ্রামবাসীদের 'মিয়াভাই', সহকর্মীদের 'মুজিব ভাই', আজ বাংলাদেশের 'জাতির পিতা' এবং বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের 'মুক্তির দিশারী'। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে প্রায় দশ লক্ষ লোকের বিশাল সমাবেশে তিনি স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ঘোষণা দেন। সেদিনের ভাষণের গর্ভ থেকে একটি স্বাধীন জাতির জন্ম হয়েছে। তাঁর সেই বলিষ্ঠ ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য পুরো জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তরুণরা তাঁর বজ্রকণ্ঠকে পাথেয় করেই বাংলা মায়ের কোলে মাথা রেখেছে। তাঁর জীবনের মূলেই ছিল বাংলা ও বাঙালির প্রতি প্রাণভরা ভালোবাসা। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং স্বাধীন বাঙালি জাতির জনক। তাঁর দূরদর্শী, বিচক্ষণ এবং সঠিক নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। জেল-জুলুম ও নির্যাতনের কাছে তিনি কখনো মাথা নত করেননি। এদেশের তরে, মানুষের তরে নিজের পুরো জীবনটাই সমর্পণ করেছেন তিনি। বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া বাঙালি জাতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করার শামিল।

▫ প্রতিযোগিতার বিষয়: "নান্দনিক হস্তাক্ষর লেখা"।
নাম: সাজনিন হোসেন তুনাজ।
শ্রেণী: দ্বাদশ, গ্রুপ-'ঘ'

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান"

■ নির্পীড়িত জাতির ভাগ্যাকাশে যখন দুর্যোগের কালোমেঘ, তখনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৌরবময় আবির্ভাব। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ভারত বিভাজন আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান-কে স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কেন্দ্রীয়ভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেন। শুরুতে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি, এরপর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের প্রয়াস এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পেছনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে বাংলাদেশের "জাতির জনক" হিসেবে অভিহিত করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে বাংলা ও পাশাপাশি অন্যান্য ভাষায় বিপুল সংখ্যক রচনা, বই, পুস্তিকা রচিত হয়েছে। যেমন: বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত "জোছনা ও জননীর গল্প" উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধকালীন শেখ মুজিবকে চরিত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে "বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ" নামে একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। ২০২০ সাল থেকে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট "বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগকে" (বিপিএল) "বঙ্গবন্ধু বিপিএল" নামে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতাই এনে দেননি, তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কতিপয় বিপথগামী সেনা-সদস্যের হাতে অধিকাংশ পরিবার-পরিজনসহ তাঁর বেদনাদায়ক শাহাদাৎ বরণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক অমোচনীয় কলঙ্কজনক অধ্যায়। টুঙ্গিপাড়ার আড়ে তিন হাত সীমানা জুড়ে যিনি মরণের ধূম্র আলিঙ্গনেও শুয়ে আছেন বুক টান করে, গহীন অন্ধকারে থেকেও যিনি বছরের পর বছর অবিরত নিয়ন্ত্রক হয়ে আছেন কোটি কোটি বাঙালির আবেগ-উচ্ছাস আর চেতনার পরিপূরক হয়ে, জাতির পিতা শেখ মুজিব তোমায় লাল সালাম। ব্যক্তি মুজিবকে কেড়ে নিয়েছে ওরা, কিন্তু জনগণের মুজিব আজ বাংলার সুনীল আকাশ জুড়ে বিস্তৃত। মুজিব আজ বাংলার ঘরে ঘরে মুজিবর। প্রিয় কবির কবিতায়—

আকাশের তুলনা আকাশ
সাগরের তুলনা সাগর,
তুমি এক তুলনাহীন ঝড়
শেখ মুজিবুর।

নাম: জান্নাতুল ইমরাত (ইলা)
শ্রেণী: দ্বাদশ
শাখা: ক
বিভাগ: বিজ্ঞান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বিশ্বমোহনীদের নামের তালিকায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বাগ্র। তিনি সগৌরবে মোহনীতার আসনে সমাসীন। "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" ঐতিহাসিক এই বাক্যটি শুনলে আমাদের যাঁর কথা মনে পড়ে তিনি হলেন বিশ্ব রাজনীতির অবিসংবাদিত কিংবদন্তি তথা বাংলা ও বাঙালি জাতির অমর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। আর রাজনৈতিক জীবনে পদার্পণ করেই দেশ ও জাতির অঘোষিত বন্ধুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তিনি। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে 'কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদে' আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। একই বছর ৫ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় তিনি পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'; ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জনসভায় তিনি স্বাধীনতার দিকনির্দেশনা হিসেবে ১৮ মিনিটের এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন যেটিকে পরবর্তীতে ইউনেস্কো বিশ্বঐতিহ্যের অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। দেশ ও জাতির প্রতি তিনি এতটাই নিবেদিত ছিলেন যে বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যকান্ডে যোগদান করে জীবনের একটি বিরাট সময় জুড়ে তিনি কারাগারে বন্দি ছিলেন। ৭ই মার্চ, ২০১৭ সালে তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ জাতীয় সংসদে বলেন, বঙ্গবন্ধু সারা জীবনে মোট ৪৬৮২ দিন কারাভোগ করেন। ১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাতের পর কিউবার মহান বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো বলেছিলেন, "আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব এবং সাহসিকতায় তিনিই হিমালয়।" ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতি গঠনে হাত দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লিখিত আত্মজীবনীমূলক প্রথম গ্রন্থ "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" ২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত মোট ৮টি ভাষায় প্রকাশিত হয়। আত্মজীবনীমূলক আরেকটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন যেটি হলো "কারাগারের রোজনামচা"। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিকটআত্মীয়স্বজনসহ সপরিবারে শহিদ হন এই মহান নেতা।

রচনা

গ্রুপ-ঙ (অনার্স)

প্রাপ্ত স্থান	নাম	শ্রেণি ও শাখা
প্রথম	উম্মে সালমা তাজিন	বিবিএ-১ম সেমিস্টার
দ্বিতীয়	রোকন উদ্দিন	বিবিএ-৬ষ্ঠ সেমিস্টার
তৃতীয়	মায়িশা মুমতাজ	ব্যবস্থাপনা-২য় বর্ষ

চিত্রাঙ্কন প্রদর্শন

প্রথম স্থান

আফসারা মেহজাবিন

৬ষ্ঠ শ্রেণি-ঘ

নজরুল হাউজ

দ্বিতীয় স্থান

সবিশেষ নাথ
৬ষ্ঠ শ্রেণি-ক
জাহাঙ্গীর হাউজ

তৃতীয় স্থান

রিজুয়ানুল বারী রাজিন
৬ষ্ঠ শ্রেণি-খ
নজরুল হাউজ

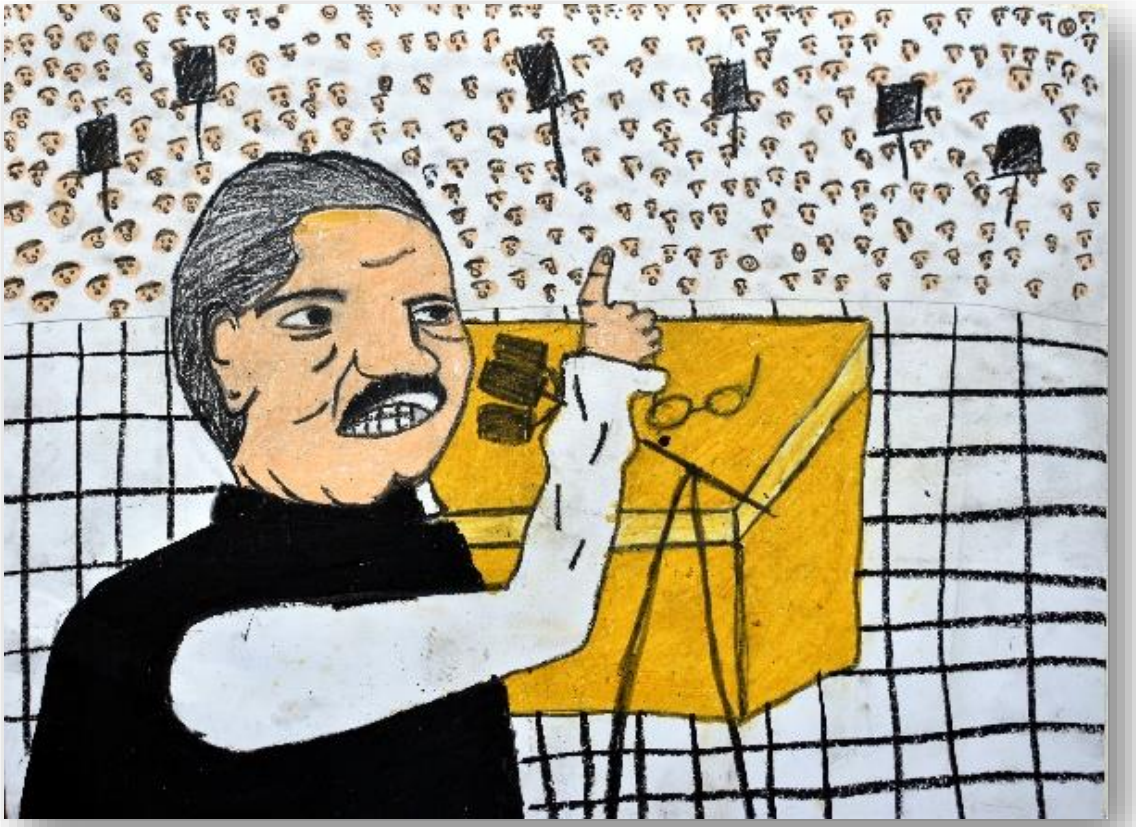

পুরস্কার বিতরণ

ফটো সেশন

অধ্যক্ষ মহোদয়ের বক্তব্য প্রদান

কর্নেল মুজিবুল হক সিকদার, পিবিজিএম

অধ্যক্ষ

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রদর্শন

ডকুমেন্টারী প্রদর্শন

ধন্যবাদ